POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ○ (النساء:11)

নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 25

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18 জুন, 2020 25 শওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যদি খোদা তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক এবং জীবন্ত সংস্রব তৈরী করতে আগ্রহী হও, তবে নামাযকে এমনভাবে আঁকড়ে ধর যেন তা কেবল দেহ ও জিহ্বাই নয়, বরং তোমার অন্তরের বাসনা এবং আবেগসমূহ একাকার হয়ে মূর্তমান নামাযে পরিণত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নিমিত্তকে কাজে লাগানো দোয়ার অংশ বিশেষ

শোন! সেই দোয়া, যার জন্য اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (আল মোমিন: ৬১) বলা হয়েছে, তার জন্য এই সত্যিকার উদ্যম প্রয়োজন যা আমি এই মাত্র উল্লেখ করেছি। যদি তার প্রার্থনা এবং অনুনয় বিনয়ের মধ্যে আন্তরিকতার চেতনা না থাকে, তবে তা কর্কশ চিৎকারের অধিক কোন মূল্য রাখে না। কেউ বলতেই পারে যে উপকরণের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক নয় কি? এটি একটি ভ্রান্তধারণা। শরিয়ত নিমিত্তকে কাজে লাগাতে নিষেধ করে নি। আর সত্য কথা বলতে কি দোয়া কি নিমিত্তের সমার্থক নয়? নিমিত্ত সন্ধান করাই তো দোয়া আর দোয়া নিজেই এক বিশাল নিমিত্তের প্রস্রবণ। মানুষের দৈহিক গঠন, যেমন-দুই হাত-পায়ের গঠন প্রাকৃতিকভাবে এবিষয়ের প্রতি নির্দেশ করছে যে আমরা সৃষ্টিই হয়েছি একে অপরকে সাহায্য করার জন্য। যখন মানুষের মধ্যেই এই চিত্র বিদ্যমান, তবে সেক্ষেত্রে وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (আল মায়েদা: ৩)-এর অর্থ বোধগম্য হতে অসুবিধা হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বৈকি।

হ্যাঁ, আমি বলছি, নিমিত্ত সন্ধানও দোয়ার মাধ্যমেই কর। আমি চাই না , সঙ্গীকে সাহায্য করার বিষয়ে তোমরা আমার মতামতকে প্রত্যাখ্যান কর, যখন কি না আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা দেহতন্ত্রকে একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন, এক্ষেত্রে যা আমাদের জন্য এক আদর্শ পথ-প্রদর্শক। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়টি পৃথিবীকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য নবুয়তের ধারা সূচিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে সমর্থ ছিলেন এবং আছেন যে, যদি তিনি ইচ্ছে করতেন, তাঁর রসুলগণের কোন ও সাহায্যের প্রয়োজনই অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু তবু এক সময় আসে, যখন তাঁরা مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ (সাফ: ১৫) বলতে বাধ্য হন। তারা কি লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সংগ্রহকারী ভিক্ষুকদের ন্যায় যাচনা করে। না, مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে কে আমার সাহায্যকারী হবে?)- বলার মধ্যেও এক মহিমা রয়েছে। তারা পৃথিবীকে শেখাতে চায় কিভাবে নিমিত্তকে কাজে লাগানো যায়, যা দোয়ারই একটি অংশ। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। তারা জানে যে, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (আল মোমেন, আয়াত: ৫২) আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি অটল। আমার বিশ্বাস, খোদা তা'লা যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে সাহায্য করার ভাবনা সৃষ্টি না করেন, তবে এমনটি করতে সে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হবে?

.....যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সম্পূর্ণভাবে একশ্বেরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ তার মধ্যে ইসলামের ভালবাসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভুতি জন্মায় না। আমি পুনরায় মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। এমন ব্যক্তি নামাযে আনন্দ ও প্রশান্তি খুঁজে পায় না। সমস্ত কিছুই এবিষয়ের উপর নির্ভর করছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অসৎ চিন্তাধারা এবং নোংরা পরিকল্পনা ভস্মীভূত হয় এবং অহমিকা ও দম্ভের পরিবর্তে আত্মবিলীনতা এবং বিনয় স্থান পায়, ততক্ষণ কেউ খোদার প্রকৃত বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। আর নামাযই হল সেই সর্বশ্রেষ্ট শিক্ষক এবং প্রকৃষ্ট মাধ্যম, যা আদর্শ বান্দেগীর মর্যাদা লাভে সহায়ক হয়।

আমি তোমাদেরকে পুনরায় বলছি, যদি খোদা তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক এবং জীবন্ত সংস্রব তৈরী করতে আগ্রহী হও, তবে নামাযকে এমনভাবে আঁকড়ে ধর যেন তা কেবল দেহ ও জিহ্বাই নয়, বরং তোমার অন্তরের বাসনা এবং আবেগসমূহ একাকার হয়ে মূর্তমান নামাযে পরিণত হয়।

নবীগণ যে নিষ্পাপ, এর রহস্য এরই মাঝে নিহিত। নবী কেন নিষ্পাপ? এর উত্তর হল, তাঁরা ঐশী প্রেমে নিমজ্জিত থাকার কারণে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। আমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি শিরকে নিমগ্ন জাতিগুলিকে, যেমন-হিন্দু জাতি, যারা নানান প্রকারের মূর্তিপূজা করে থাকে। এমনকি নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের পূজাও তাদের নিকট বৈধ। অনুরূপভাবে যারা মানুষের মরদেহ অর্থাৎ যীশু মসীহর উপাসনা করে। এই ধরণের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মুক্তিলাভে বিশ্বাসী। যেমন, প্রথমোক্ত জাতি অর্থাৎ হিন্দুরা গঙ্গাস্নান, তীর্থ যাত্রা এবং নানান প্রকারের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে মোক্ষলাভের অভিলাষী। যীশুর উপাসকরা যীশু মসীহ্‌র রক্তকে তাদের পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত আখ্যা দেয়। কিন্তু আমি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের স্পৃহা বিদ্যমান, তারা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও স্ব-কল্পিত মতবাদ দ্বারা কিভাবে প্রশান্তি লাভ করতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা না হয়, মানুষ সেই সত্যিকার পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না, যার দ্বারা সে নাজাত বা মুক্তি লাভ করে। তবে এর থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ কর। লক্ষ্য কর যে, যেভাবে শরীরের ময়লা এবং দুর্গন্ধ পরিস্কার না করলে তা দূর হতে পারে না এবং শরীরকে ভয়াবহ রোগব্যধি থেকে রক্ষা করতে পারে না, অনুরূপভাবে অপত্রিতা এবং নানান ধরণের ঔদ্ধত্যের কারণে হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক কলুষতা এবং জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হয়, তা দূরীভূত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তওবার বিশুদ্ধ ও পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত হয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ;১৪৬-১৪৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের সমাপনী অধিবেশনে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি আমরা চাই যে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন হোক এবং আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, তবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত পথ অর্থাৎ রসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। এই আদর্শের উপর অনুশীলন করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ স্বরূপ সাহাবাদের মাধ্যমে সেই সমস্ত বিষয় আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। একথাটিও বোঝা আবশ্যক যে, মহানবী (সা.)-এর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত ছিল, যা তিনি কুরান মজীদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্মবিধি কি ছিল? তখন তিনি (রা.) কেবল তিনটি শব্দে এর উত্তর প্রদান কছিলেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ অর্থাৎ মহান গ্রন্থ কুরআন করীমে যা কিছু বর্ণনা করেছে, সেটিই ছিল তাঁর আমল বা কর্মবিধি। এই যুগেও মহান আল্লাহ্ আরও অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক মসীহ মওউদ কে প্রেরণ করেছেন যিনি আম্বিয়া (আ.) এবং বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে আমাদের আরও গভীরভাবে পরিচিত করিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আম্বিয়া, রসূল এবং ইমামগণ পৃথিবীতে এই কারণে আসেন না যে মানুষ তাদের পুজা করবে বরং তাদের আগমণের উদ্দেশ্য হল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষ যেন এর উপর আমল করে আর খোদা তা'লাও তাদেরকে তখনই ভালবাসবেন। এই জন্যই মহানবী (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় হওয়ার পথ এটিই বলেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য করতে হবে। অতএব একথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদা প্রেরিত পথ-প্রদর্শনকারী ও সত্যের পথিকগণ পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ হয়ে থাকেন।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির আম্বিয়াগণ শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং যার পরম মার্গ হল মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, সেটি হল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। এই চেতনাই তিনি (সা.)-তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন এবং তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসা এবং ইবাদতের মান প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাদের মধ্যেও সেই প্রেরণার সঞ্চার করেছে। সেই নমুনাকে আমাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাহাবাদের অনেক বড় ভূমিকা ও অনুগ্রহ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত উমর (রা.)-এর একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর 'কসম' (শপথ) বৈধ নয়। অনেকে নিজেদের প্রিয়জনদের কসম খায়। এগুলি একত্ববাদ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

একদা এক প্রশ্নকারী বলেন, "হে রসুলুল্লাহ (সা.)! কেউ আত্মাভিমানের জন্য লড়াই করে, কেউ বা বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, কেউ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনিমত) অর্জন করার জন্য। এদের মধ্যে প্রকৃত জিহাদকারী কে?" তিনি (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তির জিহাদই প্রকৃত জিহাদ, যে এই জন্য লড়াই করে যে, খোদা তা'লার বাণী মহিমান্বিত হবে এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

একবার মক্কার সর্দাররা মহানবী (সা.)-কে কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠায়। তারা বলে যে, তাঁর উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়ে থাকে তবে তারা ধন-সম্পদ দিতে প্রস্তুত। তারা তাঁকে গোত্রের সবথেকে সম্পদশালী ব্যক্তি বানিয়ে দিবে। আর যদি সর্দার হওয়ার বাসনা রাখেন তবে তাঁকে সর্দার রূপে স্বীকার করবে। মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন, "তোমরা ভুল বুঝেছ। আমি এ সব কিছুই চাই না। আমাকে খোদা তা'লা নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। যদি না কর তবে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা ফয়সালা করে দেন। জগতবাসী দেখেছে যে, কিভাবে পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়র (আই.) বলেন: একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরম মার্গ তখনই অর্জিত হয়, যখন ইবাদতে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) সেই উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করেন যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য প্রদান করেন। الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের এমন এক জামাত তৈরী করেছ যাদের রাত্রি ইবাদতে ব্যতীত হয়। আমরা ইবাদতের জন্য যেখানে এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি সেখানে এও লক্ষ্য করি যে, তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন সিজদাকারীর দল তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যারা কেবল আল্লাহ্র প্রতি অবনত হবে।

একবার মহানবী (সা.) বলেন, "প্রত্যেক নবীর একটি বাসনা থাকে, আমার বাসনা হল ইবাদত করা।" একজন সাহাবী বলেন, "একবার আমি মহানবী (সা.)কে ইবাদত করতে দেখেছি। তাঁর (সা.) বুকের মধ্য থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেমন জাঁতাকল চললে শব্দ হয়।" একটি বর্ণনায় আছে যে, হাঁড়িতে পানি ফুটলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাতের ইবাদত পরিত্যাগ করো না, কেননা, হুযুর (সা.) পরিত্যাগ করতেন না। তিনি (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে বসে বসে নামায পড়তেন। একবার তিনি (রা.) বলেন, আজ অসুস্থতা ও দূর্বলতা সত্ত্বেও হুযুর (সা.) দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছেন।

মহানবী (সা.) -এর সাহাবাগণ এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর আদর্শকে নিজেদের জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছেন। যারা মুশরিক ছিলেন তারা এমন ইবাদতকারীতে পরিণত হলেন যে, পশ্চাদবর্তীদের জন্য তাঁরা নমুনা বলে গণ্য হলেন। এই সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সাহাবাগণের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং মহানবী (সা.) তাদের মধ্যে কি অসাধারণ বিপ্লবই না সাধন করলেন! وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ থেকে يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا পরিণত করলেন যার নজির পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যুগ এই সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এই যুগে এই বিপ্লব সাধন করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও কাজ হল আত্ম-বিশ্লেষণ করা এবং ভেবে দেখা। আম্বিয়াগণ পৃথিবীতে সত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে আগমণ করেন। এক্ষেত্রেও আঁ হযরত (সা.)-এর এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে শত্রুরাও তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছে। একবার শত্রুরা মহানবী (সা.)- কে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে অপপ্রচার করার পরামর্শ করে। তখন নাযার বিন হারিস বলল, "মহম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে যুবক হয়েছে, তিনি সবথেকে বেশি বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ছিলেন। এখন তিনি নবুয়তের পয়গাম নিয়ে এসেছেন তাই তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছ। তিনি মিথ্যাবাদীও নন, তিনিও জাদুকরও নন। তিনি কবিও নন, তিনি উন্মাদও নন। "

একবার আবু জাহল বলল, "আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, তোমার শিক্ষাকে বলছি।" হুযুর (সা.) বললেন, "আমি এতদিন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তোমরা কখনো আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পার নি। আজকে কি আমি শিক্ষার দোহাই দিয়ে মিথ্যা বলব যখন কি না আমি সারা জীবন সত্য বলেছি? "

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আম্বিয়াগণ সত্যতার মাধ্যমে নিজেদেরকে নিজেদেরকে মেলে ধরেছেন। আয়াত করীমা فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ-এর সাক্ষ্য কুরআন মজীদে মজুদ আছে। অতএব এই নবী (সা.)-এর মান্যকারীদের মান কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে তাদের আত্ম-বিশ্লেষণ করাও জরুরী।

আঁ হযরত (সা.) -এর আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, খোদা তা'লা মহানবী (সা.) -কে যত সফলতা প্রদান করেছেন তিনি (সা.) তত বেশি বিনয়ী হয়েছেন। একব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সে থরহরি কম্পমান ছিল এবং ভীত-ত্রস্ত ছিল। তাকে হুযুর (সা.) বললেন," আমাকে কি জন্য ভয় পাচ্ছ? আমি তো একজন বৃদ্ধার সন্তান। "

একবার তিনি (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের কারণে নাজাত প্রাপ্ত হতে পাবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনিও? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আমিও, যদি না খোদার কৃপাছায়া আমাকে আলিঙ্গন করে।" যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তাঁর হাত আমার হাত-তিনি খোদা-ভীতিতে কতই না অগ্রণী ছিলেন। তিনি বলেন, "খোদার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না।"

বস্তুজগতে উন্নতি করে মানুষ ফেরাউন হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ-মানবের আদর্শ কি ছিল? সেই শহর যে কি না তাঁকে নির্যাতন করে বিতাড়িত করেছিল

(শেষাংশ ৭ পাতায়...)

তামাক সেবনের অপকারিতা এবং তা নিবারণের উপায়

ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহারের উপর সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি হয় মুগল সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে। কেননা এটি বিকট দুর্গন্ধময় একটি দ্রব। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এটি কোন স্থানীয়, প্রাদেশিক বা জাতীয় সমস্যা থেে বিশ্ব জনীন সমস্যা রূপ ধারণ করেছে। তামাকের কুপ্রভাবের উপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠন 'হু' বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও গবেষক ও চিকিৎসকদের গবেষণায় যে তথ্য সামনে এসেছে তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। তাই বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশের সরকার তামাকের কুপ্রভাব থেকে জনগনকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসছে। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ইতবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করাও শুরু হয়েছে। তথাপি এখনও অনেক মানুষ এমন আছেন যারা তামাকের ক্ষতিকারক দিক ও এর স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তামাক সেবনের কু-অভ্যাস থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে না। গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে তামাক সেবনের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট খৈনী রূপে সেব করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে গুটাকার ব্যাপক প্রচলন তামাকের ব্যবহকারকে অতীব বিপদজনকহারে বাড়িয়ে তুলেছে।

পাঠকগণের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্বাস্থ্যের উপর তামাকের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে লোকেরা অবগত হওয়া সত্ত্বেও কেন এই মারণ নেশার কবলে পড়ে। এর উত্তর সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। তামাকের উপাদানগুলির মধ্যে নিকোটিন অন্যতম। এটি শক্তিশালী নেশাদ্রব্য যা তামাক সেবনকারীর মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। তামাক সেবনকারী ব্যক্তি নিকোটিনের প্রভাবে এক প্রকার আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করে। কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক সেই অনুযায়ী মানিয়ে নেয়। তখন মানষের মেজাজ ও সহজাত স্ফূর্তিতে শিথিলতা আসে। আর কিছু সময় অন্তর নিজেকে স্ফূর্তিবান করে তুলতে বিড়ি, সিগারেট বা গুটকার দরকার হয়। একজন তামাক সেবনকারী নিজেকে জাগিয়ে তুলতে প্রত্যেকবার পূর্বের থেকে বেশি পরিমাণ নিকোটিনের প্রয়োজন অনুভব করে। পরের স্তরে সে নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অনুভব করতেও তার নিকোটিনের দরকার পড়ে। নিকোটিন গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পরে মাথা যন্ত্রণা, অবসাদ, ক্রোধভাব, অস্থিরতা, মস্তিষ্ক ও রক্ত সংবহন তন্ত্রে শিথিলতা ইত্যাদি লক্ষণাবলী প্রকাশ পেতে পারে।

তামাকে বিদ্যমান নিকোটিন মস্তিষ্কে একপ্রকারের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যা তাকে এক কৃত্রিম আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দেয়। যার দরূণ সে নিজেকে অধিক চনমনে অনুভব করে। নিকোটিন এক প্রকার বিষ, যার ব্যবহারে শরীরের শিরা-উপশিরায় তক্ত তঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়। এটা প্রাণঘাতী পর্যন্ত হতে পারে।

সারা বিশ্বের মোট ধুমপায়ীদের দশ শতাংশ কেবল ভারতেই বাস করে। ভারত তামাক সেবনের কারণের প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার মানুষ মারা যায়। একটি রিপোর্ট অনুসারে ভারতে ২০১০ সনে ৩০ থেকে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত তামাক সেবক জনিত ক্যান্সারে এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুসের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে চুরাশি হাজার পুরুষ এবং ৩৬ হাজার মহিলা। ক্যান্সারের কারণে মোট তিন লক্ষ ৯৫ হাজার মানুষের মৃত্যু ভারতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যু তামাক সেবনের কারণে হয়েছে। একটি বিশ্ব-স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে আঠারো কোটি মানুষ তামাক চিবিয়ে খায়। অপরদিকে ১ কোটি মানুষ বিড়ি, সিগারেট ও হুক্কার মাধ্যমে তামাক সেবন করে।

বিশ্বের ২০ টি সর্বাধিক মহিলা- ধুমপায়ী দেশের তালিকায় ভারতীয় মহিলারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দেশে ধুমপায়ী মহিলাদের জাতীয় গড় ১৫ শতাংশ , কিন্তু কলসেন্টার ও মিডিয়াতে কর্মরত প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা ধুমপানে অভ্যস্ত। এমন না যে, গত ২৩ বছরের এই মহিলারা তামাক সেবনের ক্ষতি ও কুপ্রবাব সম্পর্কে অবগত নয়, কিন্তু নিজেদেরকে আধুনিক ও উন্নতমনস্করূপে প্রদর্শন করার তাগিদে তারা এই বিষয়টির ভয়াবহতাকে উপেক্ষা করে চলেছে।

একথা সত্য যে, বর্তমানে তামাক সেবনের প্রচলন এত ব্যপাক আকার ধারণ করেছে যে, তা জনসাধারণের মধ্যে আফিমের রূপ ধারণ করেছে। প্রাদেশিক সরকারিগুলি একদিকে যেমন তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে জনসাধারণকে সচেতন করছে বেং তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে, অপরদিকে মোটা টাকার রাজস্বের বিনিময়ে এবং দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার নামে হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব কেবল তামাক জাত দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী তামাক শিল্পগুলির পক্ষ থেকে তামাকের ক্ষতিকারক দিক এবং কু-প্রভাবগুলির উপর কম আলোকপাত করা হয়। অথচ এই শিল্পগুলি আমাদের তুলনায় ক্ষতি বেশি করে। ভারতের স্বাস্থ্য বিভাগের ২০০২-২০০৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, উক্তর বছরে তামাকজাত শিল্প থেকে সরকারি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হল ২৭০০ কোটি টাকা। কিন্তু অপরপক্ষে তামাক সেবনের কারণে সৃষ্ট রোগগুলির পেছনে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকা। সরকার নিজেকে দায়মুক্ত করতে ২০০৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে। সেই আইন অনুসারে বিড়ি, সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের উপর বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ২০০৮ সালে সার্বজনিক স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

পরিশেষে এটুকা বলা যেতে পারে যে তামাক সেবনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তামাক সেবন বর্জন করা দুরূহ ব্যাপার হলেও অসম্ভব নয়। নিজেদের দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির বলে প্রত্যেকে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আমরা জানি এবং আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম, যা ঘোষণা করেছে যে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অজনই হল মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথে আগত সকল বাধাবিপত্তি দূর করার পদ্ধতি ইসলাম আমাদেরকে বলে দিয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত পথ আমরা যদি অবলম্বন করি তবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে বাধাবিপত্তিই আসুক না কেন আমরা তাতে উত্তীর্ণ হব। এই গন্তব্যের দিকে অগ্রসর মানুষের এগিয়ে চলা কোনও প্রকারে যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে কারণে ইসলাম সমস্ত অশোভনীয় আচরণ ও স্বভাব থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মোমিনের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'হুম আনিল লাগবে মুরেজুন।' অর্থাৎ যারা সকল বৃথা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতএব তামাক সেবনের মত একটি অশোভনীয় ও বৃথা কর্ম মোমিনদের মর্যাদার পরিপন্থী। এমন একটি বৃথা কর্মে লিপ্ত থেকে আমরা নিজেদের গন্তব্য হারিয়ে ফেলতে পারি না। আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'অপ্রসাঙ্গিক ও বৃথা বিষয়কে পরিহার করাও ইসলামের একটি সৌন্দর্য। (জামে তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এটি যদিও মদের মত নয় যার দ্বারা মানুষ পাপাচার ও অবৈধ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকওয়া হল এর থেকে বিরত থাকা এবং একে ঘৃণা করা। এর কারণে মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, আর মুখের মধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করানো ও তা বের করা একটি কুৎসিৎ দৃশ্যের অবতারণা করে। যদি আঁ হযরত (সা.)-এর যুগের এর প্রচলন থাকত, তবে তিনি (সা.) এর ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না। এটি বৃথা ও অশোভনীয় কর্ম।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৫-১৭৬)

তিনি আরও বলেন, " তামাক মাদকদ্রব্যের অন্তর্গত নয়, কিন্তু এটা অত্যন্ত অপছন্দী বস্তু। মোমিনদের মর্যাদা সেই আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে বলা হয়েছে- যারা বৃথা কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কোনও চিকিৎসক কাউকে যদি চিকিৎসা হিসেবে এই নিদান দেন, তবে আমরা

তা নিষিদ্ধ বলি না। অন্যথা এটি একটি বৃথা কর্ম ও অপচয় মাত্র। এই দ্রব্যটি যদি আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে প্রচলিত থাকত তবে তিনি (সা.) পছন্দ করতেন না যে তাঁর সাহাবগণ তা ব্যবহার করুক। ”

(আল হাকাম, ২৪শে মার্চ, ১৯০৩)

তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিকগুলি, যেগুলি প্রমাণিত হয়েছে, তা বর্ণনা করে এক মার্কিনবাসী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিজ্ঞাপন দেখার পর তিনি (আ.) বলেন, “ বস্তুত যে কারণে আমরা এই বিজ্ঞাপন দেখি বা শুনি যে, প্রায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী ফ্যাশনরূপে এই কু-অভ্যাসের শিকার হচ্ছে, এদেরকে যেন এই হানিকারক বস্তুটি থেকে রক্ষা করা যায়। আসলে তামাকের ধোঁয়া মানুষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য ক্ষতিকারক। তাই এর থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০)

অনুরূপভাবে জামাতকে উপদেশ করে তিনি বলেন, “তোমরা প্রত্যেকটি অন্যায় আচরণ ও অন্যায় কর্মকে পরিহার কর। প্রত্যেক নেশাদ্রব্য বর্জন কর। কেবল মাত্র মদই মানুষকে ধ্বংস করে না। আফিম, গাঁজা, চরস,ভাঙ্গ ও তাড়ি প্রত্যেকটি নেশার বস্ত যা স্থায়ীরূপে অভ্যাসে পরিণত হয় সেগুলি বিবেক-বুদ্ধিকে বিকৃত করে ও পরিশেষে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব এর থেকে সুরক্ষিত থাক। আমি বুঝতে পারি না যে কেন তোমরা এমন বস্তুর প্রতি আসক্ত যার কারণে প্রতিবছর তোমাদের ন্যায় হাজার হাজার নেশাসক্ত যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হয়?”

(কিশতিয়ে নূহ রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৭০-৭১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল আলহাজ মৌনা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)কে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, তামাক সেবনের বিষয়ে তাঁর মতামত কি? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, “তামাক সেবন করা অপচয়ের সামিল। কমপক্ষে মাসে আটআনা হিসেবে খরচ করলে, বছরে ছয়টাকা এবং ১৬-১৭ বছরের মধ্যে একশত টাকার মত অপচয় হয়। সাধারণত অসৎ এজলাস থেকে তামাক সেবন আরম্ভ হয়।

(বদর, ১৬ই মে, ১৯১২, পৃ:৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) একস্থানে বলেন, “আমি একটি উপদেশ করছি, সেটা হল এই যে হুক্কা অত্যন্ত জঘন্য বস্তু। আমাদের জামাতের লোকদের এটি বর্জন করা উচিত। ”

(মিনহাজুত তালবীন, পৃ: ৪)

তিনি আরও বলেন, “ এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আমি বলে দিতে চাই যে, পূর্বেও আমি এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছি যে হুক্কা অত্যন্ত জঘন্য বস্তু। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশার দ্রব্যও ভীষণ ক্ষতিকারক। এগুলি পরিহার করা দরকার।”

(মিহহাজুত তালেবীন, পৃ: ৪)

তিনি আরও বলেন, “ছাত্রদের উচিত নিজেদের মাঝে ধর্মের চেতনা সৃষ্টি করা। আমি একবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম যা ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিছু ছাত্র যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তারা দাড়ি রাখতে শুরু করে। আমি জানতে পেরেছি যে সেই রোগ পুনরায় সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, আমি পুনরায় তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন নিজেদের সংশোধন নিজেই করে। ”

(আল ফজল, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩০,পৃ:৭)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন সাহেব এম.এ(রা.) বলেন, “তামাক সেবন করলে এমন এক সূক্ষ্ম নেশাভাব তৈরী করে যা তন্দ্রা নিয়ে আসে। তাই পরিমাণে স্বল্প হলেও এই নেশা প্রকৃত নেশার ক্ষতিকারক গুণ থেকে কিছুটা অংশ অবশ্যই ধারণ করে যা মদের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

হুক্কা, সিগারেট বা জর্দা- যেরূপেই তামাক ব্যবহার করা হোক না কে,এর কারণে মানুষকে কখন কখন এমন সভা, সঙ্গী বা পরিবেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় যা ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ নিম্ন মানের।

তামাক ব্যবহারের কারণে অকারণ সময়ের অপচয় হয় এবং সময় অপচয়ের কুঅভ্যাস তৈরী হয়।

হুক্কা ও সিগারেটের ব্যবহারের কারণে মুখ থেকে এক প্রকার দুর্গন্ধ বের হয়। দুর্গন্ধ খোদার রহমতের ফিরিশতরা অপছন্দ করেন, অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তামাকের নিন্দা করে বলেন,‘হুক্কা ও সিগারেট সেবনকারী উন্নত শ্রেণীর ইলহাম থেকে বঞ্চিত থাকে। অনুরূপভাবে এই দোষ এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও চরিত্রগত দোষে পরিণত হয়।

তামাক সেবনের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ইচ্ছাশক্তি হ্রাস পায়, যা চারিত্রিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা সাধারণত এমন ব্যক্তি সৎকর্ম অবলম্বনের ক্ষেত্রে অসৎ কর্মের মোকাবেলা করতে হীনবল হয়ে পড়ে।

(মাযামীনে বশীর, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৭৬-২৭৭)

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে তামাক একটি অপ্রয়োজনীয় এবং গুণহীন বস্তু, অধিকন্তু এটি ক্ষতিকারও বটে। এমন গুণহীন বস্তু থেকে একজন মোমেনের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি কোনও ব্যক্তি তামাক সেবন বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে তার জন্য আশাব্যঞ্জক বিষয়টি হল এই যে, তামাক সেবন ত্যাগ করা দুরূহ ব্যাপার নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী আফিম ও কোকেনের মত তামাকের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয় না। অন্যান্য নেশার মত এটি মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রের প্রবেশ করে না। বরং তামাক সেবনের চাহিদা নিতান্তই অভ্যাসবশত হয়ে থাকে। তামাক সেবনে বিশেষ কোনও তৃপ্তি বা আস্বাদনও অনুভুত হয় না। বস্তুতঃ ইট তিক্ত ও কুরুচিকর স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে।

তামাক সেব ত্যাগ করা সম্ভব। এর প্রতিকার ইছাশক্তি ও ঈমানের মধ্যে নিহিত। একজন ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হবে, এক্ষেত্রে তত সফল হবে। একবার এক ব্যক্তি হুক্কু বর্জন করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)কে প্রশ্ন করে। তিনি (রা.) বলেন, “ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, হুক্কা সেবন বর্জন করার উপায় কি? হুক্কার তুলনায় আফিম বর্জন করা বেশি কষ্টকর। এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন আফিম সেবনে অভ্যস্ত ছিল। যখন সে তা বর্জন করতে মনস্থির করল, ডাক্তার তাকে বললেন, আফিম খাওয়া ছেড়ে দিলে সে মারা যাবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আফিম খাওয়া ছেড়ে দেয়। এই কারণে তার কিছুদিন খুব কষ্টের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পরিশেষে সে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। ..... আমি এখন প্রবন্ধের ধারাবাহিতকা বিঘ্নিত না করে এটাই বলতে চাই যে তামাক সেবন অবিলম্বে ত্যাগ কর।”

(মিনহাজিত তালেবীন, পৃ: ৭৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তামাক সেবনের প্রতিকার সম্পর্কে বলেন,

“ মানুষ অভ্যাস ত্যাগ করতে সক্ষম। তবে শর্ত হল তার মাঝে যেন ঈমান থাকে। পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেকর রয়েছে যারা তাদের পুরোনো অভ্যাষ ত্যাগ করেছে। দেখা গেছে যে কিচু লোক যারা নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল, তারাই অবচেতনে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে, তাও আবার বৃদ্ধকালে যখন কি না এই অভ্যাস ত্যাগ করা অসুস্থতাকে ডেকে আনার নামান্তর। তারা একটু আধটু অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থও হয়ে ওঠে। আমি হুক্কা নিষিদ্ধ করছি এবং অবৈধ বলে গণ্য করছি। কিন্তু একান্তই অনন্যোপায় না হলে এটা একটা বৃথা কর্ম, যা থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত।

(আল বদর, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭, পৃ: ১০)

যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তামাক সেবন বর্জন করা সম্ভব। অতএব প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় ঈমানের। তামাক সেবন পরিহার করতে কোন কঠোর সাধনা বা আত্মসংযমের প্রয়োজন পড়ে না। তামাকের বিকল্প অনেক বস্তু আছে যা সিগারেট, হুক্কা, গুটকার পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষ গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে এটি ত্যাগ করা অনেক লাভদায়কও বটে। তামাক সেবন ত্যাগ করলে আহার্য বস্তু আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

নাক, শ্বাসনালী ও ফুসফুস ধোঁয়ার কলুষতা থেকে পবিত্র হয়। বাগানে হেঁটে বেড়ানোর সময় মানুষ ফুল ও গাছপালার দৃশ্য দেখে আমোদিত হয়, আবার ফুল ও পাতার গন্ধে আহ্লাদিত হয়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর গলায় সর্দি জমে থাকবে না, আর সারা দিন কাশতে কাশতে গলা পরিস্কার করার প্রয়োজন হবে না। প্রথম প্রথম তামাক বর্জনকারী অস্থিরতা ও ব্যাকুলতায় ভুগতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই সে গভীর প্রশান্তি ও সতেজতা অনুভব করে। যদি কোন ব্যক্তি তামাক সেবন বর্জন করতে চ্য় তবে দৃঢ় ও গভীর প্রত্যয়ের সাথে বদ্ধপরিকর হতে হবে যে আর সিগারেট বা তামাক সে স্পর্শ করবে না এবং নিয়মাবলীও মেনে চলবে। ইনশাল্লাহ্ ইতিবাচক পরিণাম সামনে আসবে।

তামাক সেবন বর্জন করার সংকল্পের বিষয়ে অপরকে অবগত করুন। নিকটজনদের অবগত করুন যে আপনি সিগারেট সেবন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে তার মধ্যে সিগারেট ও তামাক গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হলেও সে নিরুপায় হবে, কারণ বন্ধুবান্ধবদের হাসি-বিদ্রূপ থেকে বাঁচার তাগিদে যথার্থই সে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্য থেকে দূরে থাকবে।

নিজেকে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। তামাক সেবনকারী ব্যক্তিদেরকে দেখে নিজেকে এই ভেবে উৎফুল্ল বোধ করতে হবে যে আমি এই বদঅভ্যাস থেকে নিস্তার পেয়েছি। যে কদর্য অভ্যাসে এর লিপ্ত আপতি তার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এভাবে আপনি যখন নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষার মাধ্য দিয়ে প্রয়োগ করে দেখবেন, আপনার জন্য ত্যাগ করা সহজতর হয়ে উঠবে। এবং শীঘ্রই আপনি এই বৃথা ও ক্ষতিকারক বস্তুটি থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

অনেক সময় মানুষ তামাক সেবন ত্যাগ করার সাথে সাথে অন্যান্য বদ অভ্যাসগুলিকেও একই সঙ্গে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়। ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব তামাক সেবন ত্যাগ করার সময় কেবল এই একটি অভ্যাস ত্যাগ করার সংকল্প নিন।

সিগারেট ও গুটকার আসক্তি দূর করতে এগুলোর স্থানে আপনার পছন্দীয় জিনিস যেমন, চকলেট, চা বা কফির আশ্রয় নিতে পারেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি সিগারেট বা গুটকার আসক্তি দূর করার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যায় পড়েন, তারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে পারেন। Tabacum 200 এবং Nux Vomica 30 কার্যকরী ওষুধ।

এখন আমরা কিছু ঘটনাবলীর উল্লেখ করব যেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে নিজেদের দৃঢ় সংকল্প ও ঈমানী শক্তির বলে অনেক মানুষ হুক্কা ও সিগারেটের বদঅভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়েছে।

সংকল্পবদ্ধ হওয়া: হযরত মৌলানা সৈয়্যদ সাওয়ার শাহ সাহেবের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বনেরা আফিম সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাদেরকে দেখে মৌলবী সাহেবের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি কাদিয়ানে আসেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে বলেন, "আমাদের সঙ্গীদর নেশাযুক্ত পদার্থ থেকে বিরত থাকা উচিত। "

তিনি তখনই সেই অভ্যাসটি ত্যাগ করেন। প্রথম তিন দিন পর্যন্ত তাঁর এমন অবস্থা ছিল যে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি কষ্টে মধ্যে অতিবাহিত করেন, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদ মুবারকে নামাযের জন্য আসেন। তাঁর অবস্থা দেখে হুযুর (আ.) বললেন, "ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে হবে। হঠাৎ করে এমনভাবে করলে কেন?" তিনি বললেন, "হুযুর! যখন মনস্থির করেই ফেলেছি, তখন ত্যাগ করেই দিলাম। "

(আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩অধ্যায়, পৃ: ৫)

হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ সানোরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আগে ব্যপকহারে হুক্কা সেবন করতাম। শেখ হামেদ আলি আলিও পান করত। একদিন শেখ হামেদ আলি হুযুর (আ.)-এর নিকট একথা প্রকাশ করে ফেলেন যে তিনি খুব হুক্কা পান করেন। এর পরের দিন সকালো আমি যখন হুযুরের নিকট উপস্থিত হই এবং হুযুরের পা টিপে দিতে শুরু করি, তখন তিনি (আ.) শেখ হামেদ আলিকে কোন হুক্কা প্রস্তুত করে আনতে নির্দেশ দেন। শেখ হামেদ আলি হুক্কা প্রস্তুত করে আনলে তিনি (আ.) আমাকে বললেন, পান কর। আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি (আ.) বললেন, "তুমি যখন পান কর, তখন এতে লজ্জার কি আছে? পান কর, কোন অসুবিধা নেই। আমি খুব কষ্টে থেমে থেমে এক টান দিলাম। এর পর তিনি বললেন, "মিঞা আব্দুল্লাহ! আমি এই বস্তুটি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

মিঞা আব্দুল্লাহ্ বলেন, "আমি তৎক্ষণাৎ হুক্কা পান করা ত্যাগ করি এবং তাঁর এই নির্দেশ শোনামাত্রই আমার মনে হুক্কার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। একবার আমার দাঁতের মাড়িতে ব্যাথা শুরু হয়। আমি হুযুর (আ.) বললাম, " যখন আমি হুক্কা পান করতাম এই ব্যাথাটি প্রশমিত হত।" হুযুর (আ.) বললেন, "অসুস্থতার কারণে হুক্কা পান করা মার্জনীয় এবং যতক্ষণ অসুস্থতা রয়েছে এটি বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।" সুতরাং আমি কিছুকাল যাবৎ হুক্কাকে ওষুধরূপে ব্যবহার করি এবং পরে তা পরিত্যাগ করি।

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৪-৮৫)

খোদার কৃপা: ১৯০৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখ সকালে হাজি ইলাহি বখশ সাহেব গুজরাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিতি হয়ে বললেন, "বয়আত গ্রহণের পূর্বে আমি আফিম ও হুক্কা সেবনে অভ্যস্ত ছিলাম। বয়আত গ্রহণের পর এই কারণে লজ্জিত হই যে আমার মধ্যে এমন সব কু-অভ্যাস বিদ্যমান। আমি তখন নির্জন জঙ্গলে গিয়ে খোদার দরবারে ক্রন্দন করি এবং দোয়া করি। এরপর আমি একই সঙ্গে দুটিই জিনিসই ত্যাগ করি। এর কারণে আমার কোন কষ্ট হয় নি বা পরবর্তীতে কোন রোগও হয়নি।" হুযুর (আ.) বলেন, "এটি খোদার কৃপা।"

(বদর পত্রিকা, ২রা এপ্রিল, ১৯০৮,পৃ:৪)

কার্যকরী উপদেশ: সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) ১৯১২ সালে একটি ভাষণে তামাক সেবন ত্যাগ করার বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন।

(আল হাকাম, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১২, পৃ: ৬)

হুযুর (রা.) এর এই উপদেশ অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হয়। আল হাকাম পত্রিকাতে লিখেছেন, "অনেক মানুষ হুক্কা পান করা ছেড়ে দেয় এবং হুক্কা ভেঙ্গে ফেলা হয়। মাদ্রাসার ছেলেরা যারা সিগারেট পানে অভ্যস্ত ছিল তারা একের পর এক আবেদন পাঠিয়ে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করার সংকল্প নেয়। এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে অনেককে কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) তাদের জন্য একটি ব্যবস্থাপত্র তৈরী করেছেন। জনসাধারণের হিতার্থে সেটি বর্ণনা করা হল।

তিনি বলেন,"যখন হুক্কা পান করার ইচ্ছা প্রবল হয়, তখন কয়েকটি গোলমরিচ নিয়ে মুখে দাও। এতে কষ্ট নিবারণ হবে। এটা খোদার কৃপা যে, এই আপদ আমাদের মাদ্রাসা থেকে বিদায় নিতে চলেছে। অথবা বলা যেতে পারে যে বিদায় নিয়েছে।"

(আল হাকাম, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১২, পৃ: ৮)

কার্যকর প্রস্তাব: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভিক কালেই আহমদীদেরকে তামাক সেবন বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল ফযল পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর দরবারে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। তামাক মার্কিন মুলুক থেকে আমদানি করা হত। তাই এটাই উত্তম যে এর খরচকে যেন দেশের মধ্যেই ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করা হয়। অতএব যে সব আহমদীরা তামাক সেবন করে তাঁরা এই বদ অভ্যাসটিকে ত্যাগ করুন এবং এর জন্য যে অর্থ অপচয় করেন তা অর্ধাংশ প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে এই তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে থাকুন। আর যাঁরা তা ত্যাগ করতে পারবেন না তাঁরা নিজেদে মাসিক তামাক খরচের সমপরিমাণ চাঁদা এই তহবিলে প্রত্যেক মাসে জমা করতে থাকুন।

(আলফযল, ২২ শে এপ্রিল, ১৯১৪)

কিছুদিন পর আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশি হয় যে তামাক বিষয়ক প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঈমানের আত্মাভিমান: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: একবার এক আহমদী এখানে আসেন। তিনি এমন এক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বললেন, "আমি আর কখনো হুক্কা পান করব না। এর কারণে আমাকে অপদস্থ হতে হল। সেই সময় এখানে সচরাচর হুক্কা পাওয়া যেত না। তিনি খুঁজতে খুঁজতে মির্যা ইমামুদ্দিনের পাড়ায় পৌঁছে যান। তিনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু তিনি জামাতের কঠোর বিরোধী ছিলেন। হুক্কা খুঁজতে খুঁজতে সেই ব্যক্তি যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, মির্যা ইমামুদ্দীন হযরত সাহেবকে গালি দিতে এবং তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করল। তিনি হুক্কার খাতিরে সমস্ত কিছুই শুনছিলেন। তিনি বলেন, " আমি তখনই মনে মনে সংকল্প করলাম যে আর হুক্কা পান করব না। এই বস্তুটি আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। (আফ ফযল, ২৩ শে জুন, ১৯২৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহুল খামেস (আই.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণের দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন,

"একবারের ঘটনা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলন্ধর সফর করেন। হুযুর (আ.) -এর শয়নকক্ষ উপরের তলায় ছিল। কোন এক পরিচারিকা সেই কক্ষে হুক্কা রেখে চলে যায় । সেই সময়ই হুক্কাটি উল্টে যায় এবং কিছু আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে যায়। হুযুর (আ.) এই কারণে অসন্তুষ্ট হন এবং হুক্কার প্রতি বিতৃষ্ণার কথা প্রকাশ করেন। এই সংবাদ নীচে অবস্থানরত আহমদীদের কাছে পৌঁছয়, যাদের মধ্যে কয়েকজন হুক্কা পান করতেন এবং তাদের হুক্কাগুলিও সেই বাড়িতে রাখা ছিল। তারা যখন হুযুর (আ.)-এর অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে অবগত হলেন, তারা সকলেই নিজের নিজের হুক্ক ভেঙ্গে ফেললেন এবং হুক্কা পান করা ত্যাগ করলেন। জামাতের সাধারন ব্যক্তিবর্গের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছয় যে হুযুর (আ.) হুক্কা অপছন্দ করেন, যা শুনে অনেক সাহসী আহমদী হুক্কা পান করা ত্যাগ করে দেন। "

(খুতবাতে মাসরূর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৯-৩৮০)

বর্তমানে সিগারেটের প্রচলন অতীতের সেই হুক্কার পরিবর্তিত রূপ। সিগারেটের কুপ্রভাব নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তিত না হলেও এর মারাত্মক প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষ করে যখন গাঁজা ও চরসের মত তীব্র নেশাদ্রব্যকে সিগারেটের রূপ দেওয়া হচ্ছে। যারা অল্প বয়স থেকে সিগারেট, বিড়ির কু-অভ্যাসে জড়িয়ে, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে এই সব মাদকযুক্ত সিগারেটের মোহে ফাঁদে পা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, যা ক্রমশ তাদেরকে জীবনকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

আলহামদোলিল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াতের অপূর্বসূন্দর শিক্ষার সুবাদে আজ আমাদের সামনে বহু লোকজন এমন আছেন যারা সিগারেট, বিড়ি ও খৈনির নেশা থেকে মুক্ত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ নাসের সাহেব লেখেন: ১৯৪৮ সালে আগস্ট মাসের ঘটনা। আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। অজ্ঞতার কারণে সিগারেট পানের বদঅভ্যাস তৈরী হয়। কিশোরদের এই বদঅভ্যাস নিয়ে আমার পিতা অনেক রুষ্ট থাকতেন, এবং কখনো কখনো এ বিষয়ে কঠোর হতেন। কিন্তু আমার এই অভ্যাস ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। ক্রমেই আমি একজন চেন-স্মোকার-এ পরিণত হই। দীর্ঘ ৫৫ বছর এই অভ্যাসে লিপ্ত থাকি। ২০০৩ সালে আল ফযল পত্রিকা পাঠ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রশ্নোত্তর সভার একটি প্রশ্ন চোখে পড়ল। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, "সিগারেট ও হুক্কা পান করার বিষয়ে আপনার কি নির্দেশ রয়েছে?" তিনি (আ.) উত্তর দিলেন, "আমার প্রিয় নবী (সা.) এর সময়ে যদি এর প্রচলন থাকত, তবে তিনি অবশ্যই নিষেধ করতেন। এই বিষয়ে আমি এটুকুই বলতে পারি যে, নেশা করা মন্দ অভ্যাস, এর থেকে বিরত থাকা উচিত।"

আমি তৎক্ষণাত সিগারেট ত্যাগ করার সংকল্প নিই এবং আমার পটেক থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে ভেঙ্গে ফেলি। একজন চেন-স্মোকারের জন্য এটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক বিষয় ছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় সংকল্প সেই বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হল এবং আমি সেই নেশা থেকে মুক্তি লাভ করলাম। আলহামদোলিল্লাহ্ গত বছর থেকে আমি এই অভ্যাসটি থেকে দূরে আছি, কখনও এর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

(আল ফযল, ১৩ই এপ্রিল, ২০০৬)

অন্যদের স্বীকারুক্তি: তামাক সেবন থেকে মুক্তি লাভের মত বিষয়টি এমন এক নজর কাড়া ঘটনা যা কাদিয়ানে প্রত্যেক নবাগত এটি উপলব্ধি করেছে। এবং সে সম্পর্কে খোলাখুলি স্বীকার করেছে। তারণতারণ খালসা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সম্মানীয় সর্দার অনন্ত সিং সাহেব ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের কাদিয়ানের বাৎসরিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,"সেখানে আমি কেবল উত্তম জিনিসই দেখেছি। আমি কাউকে তামাকজাত দ্রব্য সেবন করতে দেখি নি। এমনও দেখিনি যে কেউ অযথা কথা বার্তা বলে বা কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রয়েছে বা মহিলাদেরকে উঁচু স্বরে কথা বলছে। এমন কেউ চোখে পড়েনি যে অযথা হাসিঠাট্টা করে বেড়াচ্ছে। কাদিয়ানের মুসলিম লোকালয়ে মদ্যপ জুয়াড়ি, পকেটমার এইধরণের বদমাশদের টিকি পর্যন্ত দেখা যায় না। এটি কোন সাধারণ বা এড়িয়ে যাওয়ার মত বিষয় নয়। এমন দৃশ্য এই বিশাল মহাদেশের আর অন্য কোনও পবিত্র শহরে দেখতে পওয়া সম্ভব কি? অবশ্যই না। আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করেছি আর আমি একথা সর্বত্র জোর দিয়ে ঘোষণা করতে পারি যে, বিদ্যুতের শক্তিশালী জেনারেটরের মত কাদিয়ানের পবিত্র ভূমি তার একনিষ্ঠ অনুগামীদের হৃদয়কে আলোকিত করে রেখেছে। কাদিয়ানে বসবাসরত আহমদীদের অনুকরণীয় জীবনযাপন ও সফলতার এটিই গোপন রহস্য।"

(আল হাকাম, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)

আল্লাহ্ তালা আমাদের সকলকে মন্দ অভ্যাস এবং নেশার প্রকোপ থেকে নিরাপদে রাখুন।

(উর্দু বদর, ৭ই মার্চ, ২০১৩ অবলম্বনে)

****

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

২ পাতার পর...

এবং ইসলামকে সমূলে উৎপাট করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্‌র তকদীর যখন মহানবী (সা.)-কে বিজয়ীরূপে মক্কা নিয়ে আসলেন, তখন তিনি সেখানে কিভাবে প্রবেশ করলেন? ইতিহাস বর্ণনা করে যে, যখন বিজয়ীর বেশে মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন, সেটি তাঁর জন্য আনন্দের দিন ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) খোদার ঐ সকল কৃপারাজি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পরম বিনয়ের মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁকে যত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন তিনি (সা.) ততই বিনয়াবনত হয়েছেন। .....হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের নবী (সা.) যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি (সা.) এমন বিনয়াবনত ছিলেন যেরূপ দুর্যোগের দিনে তিনি বিনয় অবলম্বন করতেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হুযুর (সা.)-এর গুণাবলী কেবল একাধিক মজলিসেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর আদর্শের একটি সৌন্দর্য্যময় দিক বদান্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করব। সাহাবাগণ বর্ণনা করেন, তাঁর থেকে বেশি উদার ব্যক্তি আমরা কাউকে দেখি নি। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে কয়েকজন আনসার চাইতে আসেন। তিনি (সা.) তাদেরকে তা দিয়ে দেন। তারা পুনরায় চাইলেন এবং চাইতেই থাকলেন। তিনি (সা.) সব কিছু দিয়ে দিলেন, এমনকি তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তিনি (সা.) বললেন, যদি আমার কাছে কোন সম্পদ থাকত তবে আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখতাম না। একবার তিনি (সা.) নব্বই হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ছাগলের একটি এত বড় পাল দান করে দিয়েছিলেন যা একটি উপত্যকাকে জুড়ে থাকত। বাহরীন থেকে আসা সম্পদ মসজিদে এনে স্তুপ লাগিয়ে দেন এবং নামাযের পর সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেন। অনেক সময় বেদুঊনরা অত্যন্ত অশিষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে চাইত, কিন্তু মহানবী (সা.) সেটিকে উপেক্ষা করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দিতেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আম্বিয়াগণ অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েও দিনানিপাত করেন আবার তাঁরা প্রাচুর্য্যও দেখে যান যাতে তাদের আদর্শ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। শক্তি ও সক্ষমতা থাকা অবস্থায় ক্ষমা করাই প্রকৃত গুণ। শক্তি ও সামর্থ থাকা এজন্য আবশ্যক যেন ক্ষমা করার গুণটি প্রকাশ পায়। যখন দূর্বলতা ও সক্ষমতা দুটিই থাকে তখনই এটা সম্ভব যাতে দুই প্রকার চরিত্র ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা হল হযরত খাতামান নাবীঈন (স.)-এর যাঁর উপর দুইটি অবস্থা এসেছে এবং যার মাধ্যমে যাবতীয় গুণাবলী দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের নবী (সা.)-এর আদর্শে পরিলক্ষিত হয়। তিনি (সা.) খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎকৃষ্ট নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি তিনি (সা.) বৃষ্টির প্রথম বিন্দু জিহ্বার উপর নিতেন, কেননা এটিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। তিনি (সা.) অত্যন্ত সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, কিন্তু তা সত্বেও এগুলির জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। একবার মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার তো সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তবুও আপনি এত কেঁদে কেঁদে ইবাদত কেন করেন? তিনি (সা.) উত্তর দেন , "আমি কি সেই খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না যিনি আমাকে এত কিছু দিয়েছেন? "

বান্দাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপনের মান কিরূপ ছিল? হযরত আবু বাকার (রা.) মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন। একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বাকর (রা.) কে কিছু বললে মহানবী (সা.) বললেন আমার সবথেকে বেশি অনুগ্রহ রয়েছে আবু বাকার-এর। মহানবী (সা.)-এর উপর কি অনুগ্রহ হতে পারে? এটি তো খিদমতকারীর জন্যই সম্মানের বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) তা সত্বেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) একবার বলেন, আপনি শুধুই হযরত খাদিজা (রা.)-এর কথা বলেন, যদিও খোদা তা'লা আপনাকে তাঁর থেকে বেশি গুণের অধিকারিনী একাধিক স্ত্রী দান করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত খাদিজার খিদমতের উল্লেখ করলেন। তিনি সব সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

LOVE FOR ALL RESTURANT
Sahadul Mondal
(Mob. 7427968628, 9744110193)
Kirtoniyapara
Murshidabad, W.B

নাজাশি বাদশার অনুগ্রহকেও তিনি সব সময় কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণে রাখতেন। একবার বাদশার একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলে তিনি (সা.) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্বয়ং উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, "তিনি আমাদের সাহাবাগণকে সম্মান দিয়েছেন। তাই আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দিতে চাই।"

একবার হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সুফিয়া (রা.)-এর ছোট-খাট হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য করলে মহানবী (সা.) বললেন, "এটি এমন কথা যে, যদি সমুদ্রে মেশানো হয় তবে সেটিও তিক্ত হয়ে উঠবে।"

এরপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা রয়েছে। কোন একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, "আমি কি করে বুঝবো যে, আমি ভাল।" তিনি (সা.) বলেন, "তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল, তবে তুমি ভাল। যদি তাদেরকে বলতে শুন যে, তুমি খারাপ তবে তুমি খারাপ।" এই অবস্থাই তিনি (সা.) নিজের অনুসারীদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সত্তা, গুণাবলী, কর্মবিধি এবং আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তি বলে আক্ষরিক অর্থেই পরম উৎকর্ষ সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পূর্ণ মানব রূপে অভিহিত হয়েছেন; সেই মানব যিনি সব থেকে বেশি পূর্ণ, যিনি পূর্ণ নবী ছিলেন, যিনি পূর্ণ কল্যাণসহকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত প্রকাশ পেয়েছিল, যাঁর কল্যাণে একটি পূর্ণ মৃত জগত জীবন লাভ করেছিল, সেই ধন্য নবী আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া জনাব মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও রহমত প্রেরণ কর যা পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তুমি কোনও নবীর প্রতি প্রেরণ কর নি। যদি এই আযীমুশশান নবী পৃথিবীতে না আসতেন , তবে যত সংখ্যক ছোট ছোট নবী এসেছেন তাদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের সামনে কোন প্রমাণ থাকত না। যেমন, ইউনুস, আইয়ুব, মসীহ ইবনে মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও প্রমূখ। যদিও সকলেই খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। এটি সেই নবীর অনুগ্রহ যার কারণেই তাঁদের সকলকে সত্য বলে মনে করা হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

১২ পাতার শেষাংশ.. **********

পৃথিবীকে জয় করবে আর সমস্ত দুনিয়ার উপর আঁ হযরত (সাঃ) এর পতাকা উড্ডীয়মান থাকবে।

আর আমি যেমনটি বলেছিলাম যে এই যুগে তাঁর প্রকৃত প্রেমী হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর মাধ্যমে এটা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন।

হযরত আব্দুল করীম শিয়ালকুটি (রাঃ) এর একটি উদ্ধৃতি আছে তিনি বলেন, " আমি একবার হযরত মসীহ মওউ(আঃ)এর কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন যে দরুদ শরীফ এর মাধ্যমে এবং অত্যাধিকহারে প্রেরণ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা এই মর্যাদা প্রদান করেছেন । আর বলেন যে আমি দেখি যে খোদা তায়ালার কল্যাণরাজি বিচিত্র আভা রূপে আঁ হযরত (সাঃ) এর দিকে যায় এবং সেখানে গিয়ে আঁ হযরত (সাঃ)এর বুকের মধ্যে শোষিত হয়ে যায়।এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অসংখ্য নালিকাবাহী দ্বারা প্রত্যেক উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য অনুযায়ী পৌঁছাচ্ছে। নিশ্চয় কোন কল্যাণই আঁ হযরত সা(ঃ) এর মাধ্যম ছাড়া কারোর কাছে পৌঁছাতে পারেনা। এবং দরুদ শরীফ কী, তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানকে আলোড়িত করা, যার থেকে এই জ্যোতির বাহিকা গুলি নির্গত হয়েছে। যে আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও কল্যাণরাজি অর্জন করতে চাই তার জন্য আবশ্যিক যে, সে যেন অধিকহারে দরুদ প্রেরণ করে যেন তাঁর কল্যাণসমূহ তরান্বিত হয়।(আল হাকাম সপ্তম খন্ড) আল্লাহ করুক যেন আমরা যুগের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর আনীত শিক্ষা পৃথিবীতে প্রসার লাভ ঘটাতে তাঁর উপর দরুদ প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সমীপে অবনত মস্তকে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাঁর কৃপা ও কল্যাণ সমূহের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

ভূমিকা

সৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকেই সত্য ও অসত্য ,আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রীতি অনুযায়ী সর্বদা আলোক ও সত্যেরই জয় হয়। কিছু মানুষের এমন ভাবগতি হয়ে থাকে যে, সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য, যা আসলে অহংকারের কারণে তৈরী হয়, খোদা তায়ালার রসুলের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অসফল ও অকৃতকার্য হয়। ইসলাম ও হযরত মহম্মদ(সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক অবমাননাকর ও অভব্য আচরণ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার সুন্নত অনুযায়ী অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। সম্প্রতিও অভিব্যক্তি ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার নামে কিছু মানুষ ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষ উজাগর করতে এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকায় অশ্লীল ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ইসলামী দেশগুলিতে তীব্র প্রতিক্রীয়া প্রকাশ পেয়েছে। অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয়েছে , ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ভাংচুরও করা হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য হল খোদা তায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এই কারণে এই সকল ক্ষেত্রে জামাতের প্রতিক্রিয়া অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর প্রদর্শনের পরিবর্তে নিন্দুকদের আপত্তি সমূহের সন্তুষ্টিজনক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতএব জামাতের আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরুর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) বর্তমানের এই ঘটনাক্রম সম্পর্কে খুতবা জুমায় অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ও বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেন যা তিনি ১০ ফেব্রুয়ারী ,১৭ ফেব্রুয়ারী ,২৪ ফেব্রুয়ারী , ৩রা মার্চ ও ১০ মার্চ ২০১৪ মসজিদ বায়তুল ফুতুহ , লন্ডন - এ প্রদান করেছিলেন । এরূপ পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত মোমিনের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত এই খুতবাগুলি থেকে আমরা অবগত হতে পারি , আর এই পরিস্থিতির সম্মূখীন হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা জানতে পারি।

জামাতের সদস্যবৃন্দের উচিত নিজেরা এই নির্দেশাবলীকে অধ্যায়নের পাশাপাশি নিজেদের পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেরকেও এগুলি অধ্যায়নের জন্য দেওয়া, যাতে করে তারাও ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এই নির্দেশাবলীকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশিত করা হবে। ইনশাল্লাহ। খাকসার

মুনীরুদ্দীনশামস

এডিশেনাল ওকিলুল তাসনীফ জুন , ২০০৬

তাশাহুদ, তাঊয ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল ডেনমার্ক ও পশ্চিমের কিছু দেশে আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্য এবং উসকানিমূলক কার্টুন প্রকাশ করা হয়েছে, যা মুসলমানদের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করেছে। এর প্রতিবাদে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে রোষ ও বেদনার ঢেউ আছড়ে পড়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের কাছ থেকে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হচ্ছে। যাই হোক স্বাভাবিক রূপেই এই অপকর্মের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। এবং এটাও পরিস্কার যে, নিঃসন্দেহে আহমদীরাও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, যারা আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসা ও অনুরাগের বিষয়ে অন্যান্য সকলের চাইতে এগিয়ে রয়েছে। কেননা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর কারণে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)এর মর্যাদা সম্পর্কে তাদের বোঝার শক্তি ও বোধগম্যতা অন্যদের চাইতে অনেক বেশি। বেশ কিছু আহমদী এবিষয়ে পত্রও লিখেছেন। এবং নিজেদের বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তারা পরামর্শ দান করেন যে, একটা স্থায়ী আন্দোলন হওয়া উচিত, জগতকে বলা উচিত যে এই মহান নবীর মর্যাদা কি। যাই হোক যেখানে যেখানে জামাতগুলি সক্রিয় রয়েছে তারা এবিষয়ে কাজ করছে। কিন্তু যেহেতু আমরা সকলে জানি যে আমাদের প্রতিক্রিয়া কোনো সময় হরতাল অবরোধ রূপে বা অগ্নি সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে প্রকাশ পায় না। অবরোধ , ভাঙচুর প্রদর্শন , পতাকায় অগ্নি সংযোগ ঘটানো- এগুলি এর প্রতিকারও নয়।

এই যুগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এবং পশ্চিমা বিশ্বও, ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ (সাঃ) এর উপর আক্রমণ করছে। বর্তমানে ধর্মের বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতের কোনো আগ্রহ নেই। তাদের অধিকাংশ জাগতিক আমোদ প্রমোদে মত্ত। আর এরা এতে এরূপ লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম হোক বা ইসলাম ধর্ম হোক বা অন্য কোনো ধর্ম হোক, ধর্ম নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। তারা এবিষয়টি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অধিকাংশের মধ্যে ধর্মের পবিত্রতা সম্পর্কে চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বরং সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি খবর প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে তারা দাবী করে যে , চাইলে খোদা তায়ালারও কার্টুন বানানোর তাদের অধিকার আছে। নাউজুবিল্লাহ, তাদের পরিণতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই লক্ষ্য করুন, এই কার্টুন শিল্পী যে অত্যন্ত কুশ্রী কর্ম করল , যেরূপ চিন্তা ধারা এরা পোষণ করে থাকে, অপরদিকে ইসলামী বিশ্বের যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে, এগুলিকে সামনে রেখে অনেক লেখক লিখেছেন যে, এই প্রতিক্রিয়া ইসলামী সমাজ এবং পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত। যদিও সমাজের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। যেরূপ আমি বললাম, এখন এদের অধিকাংশের নৈতিকতা বিলোপ পেয়েছে।স্বাধীনতার নামে নির্লজ্জতা অবলম্বন করা হচ্ছে। লজ্জাবোধ বিলুপ্ত হয়েছে।

কিছু ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির অভিমত

যাই হোক এবিষয়েও তাদের মধ্য থেকে কিছু সৎ ও ন্যায় পরায়ণ লেখক এই প্রতিক্রিয়াকে ইসলাম ও পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সংঘাতের নাম দেওয়ার এই দৃষ্টি ভঙ্গিকে ভুল বলে অভিহিত করেছেন। ইংল্যান্ডের একজন নিবন্ধ লেখক 'রবার্ট ফিস্ক' লেখার সময় অত্যন্ত ন্যয়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন ; ডেনমার্কের একজন ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, ইসলামী সমাজ এবং পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত । এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। এট সভ্যতা দ্বয়ের মাঝে বা ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোন সংঘাত নয়। তিনি লেখেন, এটি অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ও নয়। আসল বিষয় হল মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর শিক্ষাবলী সরাসরি পয়গম্বরের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি। অপরদিকে এরা (খ্রীষ্টানরা) মনে করে যে, (এই খ্রীষ্টান লেখক লিখছেন) আম্বিয়া ও মহাপুরুষদের শিক্ষা মানবাধিকার এবং স্বাধীনতার নতুন অবধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ্য না হওয়ার কারণে ইতিহাসের চোরাগলিতে তাঁরা বিলীন হয়ে গেছেন। মুসলমানরা ধর্মকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ বলে মনে করে এবং শতাব্দীর পর শতব্দী যাত্রা ও পরিবর্তন সংঘটন সত্বেও তাদের এই চিন্তা ধারা অবিকল রয়েছে। অপরদিকে আমরা ধর্মকে ব্যবহারিক অর্থে জীবন থেকে পৃথক করে দিয়েছি। এই কারণে এখন আমরা খৃষ্টবাদ বনাম ইসলাম নয় বরং পশ্চিমি সভ্যতা বনাম ইসলামের বিষয়ে কথা বলি। আর এর ভিত্তিতে এটা দাবী করি যে, যখন আমরা নিজেদের পয়গম্বরদের বা তাদের শিক্ষাবলী নিয়ে উপহাস করতে পারি তবে অন্যান্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রে কেন পারিনা?

তার পর তিনি লেখেন যে,এই আচরণ কি এতটাই স্বতঃস্ফুর্ত? তিনি বলেন, "আমার মনে আছে প্রায় দশ বারো বছর পূর্বে Last temptation of Christ নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল, যেখানে হযরত ঈসা(আঃ) কে একজন মহিলার সঙ্গে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখানোর কারণে তুমুল বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং প্যারিসে কোনো এক ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়ে একটি সিনেমা ঘরে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়েছিল। একজন ফ্রান্সিসি যুবক নিহতও হয়েছিল। একথার অর্থ কি?একদিকে আমাদের মধ্যেকার কিছু লোকও ধর্মীয় ভাবাবেগের অবমাননা সহন করতে পারেনা কিন্তু

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

অপরদিকে আমরা এ প্রত্যাশাও রাখি যে, মুসলমানরা অভিব্যক্তির স্বাধীনতার সৌজন্যে কু-রুচিকর ও জঘন্য ধরণের কার্টুন প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দিক। এই আচরণ কি সঙ্গত ? যখন পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা একথা বলেন যে, তারা পত্র পত্রিকা এবং অভিব্যক্তির স্বাধীনতার উপর লাগাম লাগাতে পারবে না তখন হাসির উদ্রেক হয়। বলা হয়ে থাকে যে, যদি বিতর্কিত কার্টুনে ইসলামের পয়গম্বরের পরিবর্ত্তে বোমা ডিজাইন করা টুপি কোনো ইহুদী রব্বীর মাথায় দেখানো হত তবে কি বিবাদ আরম্ভ হত না ? দেখ এর থেকে এ্যন্টি সেমিটিসম (Anti Semitism) ঘ্রাণ আসছে। অর্থাৎ ইহূদিদের বিরুদ্ধে বিরোধীতার গন্ধ আসছে এবং ইহুদীদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে মনঃপীড়া দেওয়া হচ্ছে। যদি কেবল অভিব্যক্তির স্বাধীনতায় নিষেধাজ্ঞার বিষয় হয়, তবে ফ্রান্স, জার্মানী বা অস্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইহুদীদের গণহত্যার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানানো আইনত অপরাধ কেন?এই সকল কার্টুন প্রকাশিত হওয়ায় যদি এমন লোকদের উৎসাহিত করা হত, যারা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংশোধন ও ভারসাম্য রক্ষা করার সমর্থক, এবং স্বতন্ত্র বিচারধারারাকে বিকশিত করতে চায়, তবে এর উপর খুব কম লোকের আপত্তি হত। কিন্তু এই কার্টুনগুলির মাধ্যমে ইসলামকে একটি উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম হওয়ার অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে? এই কার্টুনগুলি চতুর্দিকে রোষানল ছড়ানো ছাড়া কি কোন ইতিবাচক ভুমিকা পালন করেছে?

(দৈনিক জঙ্গ , লন্ডন , ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

যাই হোক মুসলমানদেরও কিছু আচরণ ছিল, যার কারণে তারা এই অপকর্ম করার সুযোগ পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ভদ্রজনও আছেন যারা সত্য বর্ণনা করতে জানেন।

মুসলমানদের কিছু নেতাদের অনুচিত প্রতিক্রিয়ার কারণে অন্যেরা ইসলামকে অপবাদ দেওয়ার সুযোগ পায়।

বিভিন্ন দেশে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এবং এই সকল ইউরোপীয়ান দেশের সরকারী প্রতিনিধিবর্গ বা সাংবাদিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যে সব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, সেসবের আমি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। এদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক লোক এমনও আছেন যারা পত্রিকার এই পদক্ষেপকে পছন্দ করেন নি। কিন্তু যাই হোক যেরূপ আমি বললাম, কোথাও না কোথাও কোন সময় এমন কিছু কলহপূর্ণ আচরণ করা হয় যার মাধ্যমে এই সকল জঘন্য চিন্তাধারার লোকেদের মস্তিষ্কের নোংরামি এবং খোদা তায়ালা থেকে দূরত্ব অনাবৃত হয়ে পড়ে। ইসলামের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমি বলব যে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের কিছু নেতাদের অনুচিত প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা ইসলামকে অপবাদ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। আর এগুলির দ্বারাই তারা আবার কিছু রাজনৈতিক সুবিধাও অর্জন করে। আবার সার্বজনীন জীবনে তথাকথিত মুসলমানদের আচরণও এমন হয়ে থাকে,যার কারণে এখানকার সরকার অতিষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ কর্মবিমুখতা-অধিকাংশই এমন যারা বাড়িতে বৃথা বসে আছে। সামাজিক সহায়তা (Social Help) গ্রহণ করা শুরু করেছে। কিম্বা তারা এমন সব কাজ করে, যার অনুমতি নাই বা যার দ্বারা শুল্ক ফাঁকি যায়। এবং এমনই অনেক বেআইনী কাজ রয়েছে। এই সুযোগ গুলি মুসলমানরা নিজেরাই তাদের হাতে তুলে দিয়েছে, আর এই ধূর্ত জাতি গুলি পরে সেগুলিকে কাজে লাগায়।

অনেক সময় তাদের পক্ষ থেকে অত্যাচারও হয়ে থাকে, কিন্তু মুসলমানদের অনুচিত প্রতিক্রিয়ার কারণে এরাই আবার নিপিড়ীত হয় এবং মুসলমানদেরকেই অত্যাচারী সাজিয়ে দেয়। এটা ঠিক যে, মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ এই ভাংচুর প্রদর্শনকে উচিত মনে করেনা। কিন্তু নেতৃত্ব ও কিছু নৈরাজ্যবাদীরা জাতির দুর্নাম বয়ে আনে। উদাহরণ স্বরূপ ডেনমার্কের একটি রিপোর্ট। এর পর ডেনিশ জনগণের প্রতিক্রিয়া এই যে, পত্রিকার অন্যায় স্বীকার করার পর মুসলমানদের তা মেনে নেওয়া উচিত এবং এই বিষয়টিকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিরাম দেওয়া উচিত, যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তাদের কাছে পৌঁছয় এবং সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অপরদিকে টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, এখানকার শিশুরা সেই প্রোগামে ডেনিশদের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে যে, তাদের দেশীয় পতাকা পোড়ানো হচ্ছে, দুতাবাসে আগুন লাগানো হচ্ছে।তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারা মনে করছে হয়তো বা যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। তাদের প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জনগণও এবং কিছু রাজনিতীবিদরাও এটা দেখে অপছন্দ করেছে। এমনও একটা প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে যে, মুসলমানদের এই মনঃপীড়ার প্রতিদান স্বরূপ আমাদের নিজেদের উচিত তাদেরকে একটা বড় মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া, যার খরচ এখানকার ফার্ম গুলি বহন করবে। কোপেন হেগেনের সুপ্রীম মেয়র এই প্রস্তাবটি পছন্দ করেন। মুসলমানদের অধিকাংশও, যেরূপ আমি বলেছি, বলছে যে, এই ত্রুটি স্বীকারকে মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের এক নেতা যিনি ২৭ টি সংগঠনের প্রতিনিধি, তিনি বিবৃতি দিচ্ছেন যে, যদিও সংবাদ কর্তৃপক্ষ ত্রুটি স্বীকার করেছে তবুও সে আরও একবার যদি আমাদের সকলের সামনে এসে দোষ স্বীকার করে তবে আমরা মুসলমান দেশগুলিতে গিয়ে বলব যে, এবার আন্দোলন সমাপ্ত কর। ইসলামের এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর চিত্র তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। মীমাংসার হাত বাড়ানোর পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলার দিকেই তাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সকল বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সাথে জামাতে আহমদীয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের মিশনগুলিতেও ফোন আসে এবং কিছু বিরোধীদের পক্ষ থেকে হুমকিপূর্ণ পত্র আসে যে, আমরা এই করব, তাই করব। যেখানে যেখানে জামাতের মসজিদ ও মিশন আছে আল্লাহ তায়ালা সেগুলিকে নিরাপদ রাখুক এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুক । যাই হোক যখন অনুচিত প্রতিক্রিয়া আসবে তখন অপরপক্ষ থেকেও অনুচিত প্রতিক্রিয়া হবে। যেরূপ আমি বলেছি যে, যখন এরা তাদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তার পর মুসলমানদের যা প্রতিক্রিয়া সামনে এল এর কারণে এরা অত্যাচারী হওয়া সত্বেও, অবশ্যই এরা অত্যাচার করেছে, এক অতি ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ; পুনরায় নিপিড়ীত হল। অতএব লক্ষ্য করুন যে, তারা ডেনমার্কে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছে অপরদিকে মুসলমান নেতারা নিজেদের জেদে অবিচল রয়েছে। তাই এই মুসলমানদেরও বিবেচনা করা উচিত, কিছুটা সজ্ঞানে থাকা উচিত, এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করণের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা উচিত।

আহ্‌মদীদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণের রীতি।

যেরূপ আমি বলেছিলাম কিম্বা হয়তো নিশ্চিতরূপে এই অপকর্ম সব থেকে বেশি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণের পদ্ধতি ভিন্ন। এই স্থানে আমি এটাও বলে দিই যে, খুব সম্ভব বরাবরে মত মাঝে মধ্যেই এরা এধরণেরই কিছু বিবাদস্পদ কান্ড ঘটাতে থাকবে, কোনো না কোন কাজ এমন করে বসবে যাতে মুসলমানদের মনঃপীড়া হয়। এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, মুসলমানদের উপর বিশেষ করে পূর্বের দেশগুলি ও ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যারা আগত, তাদের উপর যেন এই সুযোগে আইনত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চেষ্টা করা যায়। যাই হোক তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক বা না করুক, আমাদের আচরণকে ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষাসম্মত করে পরিচালিত করা উচিত। যেরূপ আমি বলেছিলাম যে, ইসলাম ও আঁ হযরত(সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক যুগ থেকেই এই ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তাঁর সুরক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন তাই তিনি রক্ষা করে আসছেন এবং এদের সমস্ত রকমের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইসলাম এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা মসীহ মওউদ(আঃ) এর দায়িত্ব।

এই যুগে তিনি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) কে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন। এই যুগে আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর যে আক্রমণ হয়েছে এবং যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর শিক্ষার অনুসরণে তাঁর খলীফাগণ জামাতের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এগুলির

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

যুগ ইমাম-এর বাণী

“সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যে পরিণাম সামনে এসেছে তার দু একটি উদাহরণ উপস্থাপন করব। যেন ঐ সব লোকদের কাছে জামাতের কর্মকাণ্ড পরিস্কার হয়ে যায়, যারা জামাতকে এই অপবাদ দেয় যে, হরতাল না করে এবং তাদের সাথে সম্মিলিত না হয়ে আমরা প্রমাণ করছি যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর নোংরা নিক্ষেপ করায় আমরা বেদনার্ত নই।

আমাদের প্রতিক্রিয়া সর্বদা এইরূপ হয় এবং হওয়া উচিত যার দ্বারা আঁ হযরত(সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং কুরআন করীমের শিক্ষা প্রস্ফুটিত হয়ে বেরিয়ে আসে। আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর অপবিত্র আক্রমণ হওয়া দেখে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিবর্ত্তে আমরা আল্লাহ তায়ালার সমীপে অবনত হয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করি। এখন আমি আঁ হযরত(সাঃ)এর প্রকৃত প্রেমি হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর রসুলের প্রতি ভালবাসার সম্ভ্রমবোধের বিষয়ে দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করব।

প্রথম উদাহরণটি আব্দুল্লাহ আথমের, যে একজন খ্রীষ্টান ছিল। সে তার পুস্তকে আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করে অত্যন্ত অপবিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে একটা তর্কযুদ্ধ চলছিল। একটা বিতর্ক চলছিল। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন, "আমি পনেরো দিন পর্যন্ত তর্কযুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। বিতর্ক চলতে থাকে এবং গোপনভাবে আথমের ভৎর্সনার জন্য দোওয়া করতে থাকি। অর্থাৎ যে শব্দ সে ব্যবহার করেছিল তার শাস্তির জন্য। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন বিতর্ক শেষ হলে আমি তাকে বললাম যে, একটা বিতর্ক তো শেষ হল কিন্তু আরো একটা মোকাবিলা বাকি রইল যেটা খোদা তায়ালার পক্ষ থেকে। আর সেটা হল আপনি আপনার পুস্তক "আন্দুরূনী বাইবেল" এ আমাদের নবী (সাঃ) কে দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন। এবং আমি আঁ হযরত(সাঃ) কে সত্য জ্ঞান করি এবং দ্বীনে ইসলামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস রাখি। অতএব এটা সেই মোকাবিলা যার পরিণাম আসমানী সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবে। এবং সেই আসমানী সিদ্ধান্ত হল এই যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের কথায় মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়পূর্ণ ভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল বলে, যে সত্যের শত্রু, যদি না সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আজ থেকে পনেরো মাস অতিবাহিত হতে না হতে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই হাবিয়ায় নিপতিত হবে। অর্থাৎ যদি সত্যবাদী নবীকে দাজ্জাল বলা থেকে বিরত না হয় এবং ধৃষ্টতা এবং গালমন্দ করা ত্যাগ না করে। এটা এজন্য বলা হল কারণ শুধুমাত্র কোনো ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করলে কেউ পৃথিবীতে শাস্তির পাত্র বলে গণ্য হয়না। বরং ধৃষ্টতা, চপলতা, এবং গালমন্দ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন যে, আমি একথা বলার পরে সে বিবর্ণ হয়ে যায়। মুখমন্ডল পান্ডুবর্ণ ধারণ করে। এবং হাত কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তৎক্ষণাৎ সে তার জিহবা বার করে হাত দুটি দিয়ে নিজের কানদুটি ধরে ফেলে এবং হাতদুটি দিয়ে মাথা নড়াতে শুরু করে। যেরূপ একজন অপরাধী ভয়ভীত হয়ে একটি অভিযোগ প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং অনুতাপ ও বিনয়ের সাথে নিজেকে প্রকাশ করে। এবং সে বার বার বলছিল তোবা, আমি এমন অন্যায় ও অসভ্যতা করিনি। এরপর সে কক্ষোনো ইসলামের বিরুদ্ধে বলেনি।

আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত প্রেমাস্পদ খোদার সিংহের এরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। তিনি এমন আচরণকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতেন।

লেখরাম নামে আরো এক ব্যক্তি ছিল, যে আঁ হযরত(সাঃ) কে গালমন্দ করত। তার এই দাম্ভিকতার কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বিরত হয়নি। অবশেষে তিনি(আঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর সংবাদ দেন।

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এই সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালার একজন শত্রু যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে গালি দেয় এবং নোঙরা ভাষা মুখে আনে, যার নাম লেখরাম, তার সম্পর্কে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। যখন আমি এই বিষয়ে দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা আমাকে শুভ সংবাদ দেয় যে, সে এক বছরের মধ্যে ধ্বংস হবে।

এটা তাদের জন্য নিদর্শন যারা সত্য ধর্মকে অন্বেষণ করে।সুতরাং এমনটিই ঘটে।এবং সে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু বরণ করে।

আঁ হযরত (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন কর

এই কর্ম পদ্ধতিই হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, এই ধরণের আচরণকারীদেরকে বোঝাও। আঁ হযরত (সাঃ) এর সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা কর। পৃথিবীবাসীকে ঐসকল সুন্দর ও উজ্বল দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত কর যেগুলি জগতের অগোচরে রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া কর যে, আল্লাহ তাদেরকে যেন এই সকল আচরণ থেকে বিরত রাখে অথবা তিনি স্বয়ংই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালার শাস্তি দান করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তিনি উত্তম জানেন যে, তিনি কিভাবে শাস্তি প্রদান করবেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় খিলাফতের সময় "রঙ্গীলা রসুল " নামে অত্যন্ত জঘন্য এক পুস্তক লেখা হয়। 'বর্তমান' নামে আরও একটি পত্রিকা একটি জঘন্য প্রবন্ধ প্রকাশ করে যার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিকে মুসলমানদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছিল এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল।

এই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন "হে ভায়েরা! আমি বেদনার্ত হৃদয়ে পুনরায় আপনাদেরকে বলছি যে, যোদ্ধা ঐ ব্যক্তি নয় যে হাতাহাতি শুরু করে দেয়। সে কাপুরুষ কেননা, সে তার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে।" (হাদিস অনুযায়ী ক্রোধদমনকারী প্রকৃত যোদ্ধা।) তিনি বলেন " যোদ্ধা সেই, যে স্থায়ী সংকল্প করে নেয় এবং যতক্ষন পর্যন্ত না সেটা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় পশ্চাতবর্ত্তী হয়না। তিনি বলেন যে, ইসলামের উন্নতির জন্য তিনটি বিষয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হও। প্রথম এই যে, আপনি খোদা ভীরুতার সঙ্গে কাজ করবেন এবং দ্বীনকে উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখবেনা। প্রথমে নিজের কর্ম যথাযথ কর। দ্বিতীয় হল এই যে, ইসলাম প্রচারে পূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করবে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে। আঁ হযরত (সাঃ) এর গুণাবলী, সৌন্দর্য ও অনিন্দ সুন্দর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে লোককে অবহিত করতে হবে।

তৃতীয় এই যে, মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পূর্ণ চেষ্টা করবে।

(আনওয়ারুল উলুম, নবম খন্ড পৃঃ ৫৫৫-৫৫৬)

এখন প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানেরও এবং মুসলমান নেতাদেরও এটা কর্তব্য। লক্ষ্য করুন এই সকল মুসলমান দেশগুলি যারা স্বাধীন দেশরূপে গণ্য, স্বাধীন হওয়া সত্বেও এখনও পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শিকার। এই সকল পশ্চিমা জাতিগুলির কৃপার পাত্র। তাদের অনুকরণ করে চলেছে। নিজেরা কাজ করবেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উপর আমরা নির্ভরশীল। আর এই কারণেই এরা সময়ে সময়ে মুসলমানদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলাও করে থাকে।

এছাড়া তিনি(রাঃ) সীরাতুন্নবী (সাঃ) এর জলসারও সূচনা করেন। তাই এটা হল বিরোধ প্রদর্শন করার আসল পদ্ধতি, এরকম ভাংচুর প্রদর্শন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। এই সকল বিষয় গুলি যেগুলি তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন সেগুলির প্রধান লক্ষ্য আমরা আহমদীরাই ছিলাম।

এই সকল দেশগুলির কিছু ত্রুটিপূর্ণ রীতিনীতি অজ্ঞাতসারে আমাদের কিছু পরিবারে অনুপ্রবেশ করছে। আমি আহমদীদেরকে বলছি যে, আপনাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছিল। তাদের সংস্কৃতির উত্তম জিনিসগুলি গ্রহণ কর। কিন্তুত্রুটিপূর্ণ বিষয় গুলি থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। অতএব আমাদের প্রতিক্রিয়া এটাই হওয়া উচিত যে কেবলমাত্র ভাংচুর প্রদর্শন না করে আমাদের নিজেদের পর্যালোচনা করার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের নিজেদের আমলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেখা উচিত আমাদের মধ্যে কতটা খোদাভীরুতা রয়েছে, তাঁর ইবাদতের দিকে কতটা মনোযোগ রয়েছে।ধর্মীয় আদেশাবলী পালন করা ও আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে কতটা মনোযোগ রয়েছে।

আবার দেখুন খিলাফতে রাবেয়ার যুগে রুশদি অত্যন্ত অবমাননাকর পুস্তক লিখেছিল। সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) খুতবাও প্রদান করেছিলেন এবং একটি পুস্তকও রচনা করিয়েছিলেন। আর আমি যেরূপ বলেছি যে, এরকম কার্যকলাপ সংঘটিত হতেই থাকে। গত বছরের

শুরুতেও আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনী সম্পর্কে এই ধরনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায় সেই সময়ও আমি জামাতকে ও এবং অঙ্গ সংগঠনগুলিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়েছিলাম যে, প্রবন্ধ ও পত্র লিখুন, সম্পর্ক বিস্তার করুন। আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনীর সুন্দর আঙ্গিক গুলি তাদের সম্মুখে বর্ণনা করুন। অতএব এটা আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনের সুন্দর দিকগুলিকে জগতকে দেখাবার বিষয়, যেটা ভাংচুর প্রদর্শন দ্বারা অর্জিত হতে পারেনা। তাই প্রত্যেক শ্রেণীর আহমদী প্রত্যেক দেশে অপরাপর শিক্ষিত ও বিবেক সম্পন্ন মুসলমানদেরকেও সম্মিলিত করে নিক যে, তোমরাও এরূপ শান্তি পূর্ণ পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর, নিজেদের সম্পর্ক বিস্তার কর এবং প্রবন্ধ লিখ, তাহলে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক স্তরে চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এর পর যারা এমন করবে তার বিষয় খোদা তায়ালার উপর ন্যস্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালা আঁ হযরত(সাঃ) কে রহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন। যেরূপ তিনি স্বয়ং বলেছেন ঃ আমরা তোমাকে কেবল সমস্ত জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

এবং তাঁর চাইতে বড় সত্তা, দয়া প্রদর্শনকারী সত্তা না কখোনো জন্ম নিয়েছে না ভবিষ্যতে জন্মাবে। কিন্তু তাঁর আদর্শ চিরকাল থাকবে। এই আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত। এর জন্যও সব থেকে বেশি দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাদের আমাদের উপর, যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে দাবি করি। তাই অবশ্যই আঁ হযরত (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন। আর এরা তাঁর এমন চিত্র উপস্থাপন করছে যার দ্বারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবধারণার জন্ম নেয়। অতএব আমাদের কর্তব্য আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালাবাসা ও সম্প্রীতি এবং দয়ার আদর্শকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা। আর এটা পরিস্কার যে, এটা করতে হলে মুসলমানদের নিজেদের চাল চলন পরিবর্তন করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের তো প্রশ্নই আসেনা আঁ হযরত (সাঃ) তো সর্বদা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষন না তাঁর উপর মদিনা এসে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে প্রতিরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও আল্লাহতায়ালার আদেশ ছিল, " হে মুসলমানেরা তোমরা তাদের সহিত যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন কোরোনা। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

আর আঁ হযরত(সাঃ) তাঁর উপর অবতীর্ণ বিধানের উপর সব থেকে বেশি অনুশীলনকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এরূপ অন্যায় চিন্তাধারা প্রকাশ করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। যাই হোক যে ভাবে এরা বলছে যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, আমাদের মুবাল্লিগ সাহেবও রিপোর্ট দিয়েছেন যে তারা ক্ষমা প্রার্থী।

ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে জামাতে আহমদীয়ার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ

অপরাপর মুসলমানের মধ্যে তো এই উত্তেজনা রয়েছে যে কারণে তারা অবরোধ করছে। কেননা তাদের প্রতিক্রিয়া এমনই যে, ভাংচুর প্রদর্শন করা হোক , অবরোধ করা হোক ; অপরদিকে জামাত আহমদীয়ার এই ঘটনার পর যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল, তা করা হয়েছে। আহমদীদের প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, তারা দ্রুততার সাথে সেই সকল সংবাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে । আর এটি শুধুমাত্র আজকের বিষয় নয় যে ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারী মাসে অবরোধ হচ্ছে , আর এটা গত বছরের ঘটনা। সেপ্টেম্বর মাসে যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমরা কি করেছিলাম । যেরূপ আমি বললাম যে সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা বা অক্টোবরের শুরুর বলা যেতে। ঐ সময় আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আর যে পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয় তাদের কাছেই সেটা পাঠানো হয়। এবং চিত্র প্রকাশনার প্রতিবাদ জানান। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর শিক্ষা সম্পর্কে বললেন যে আমাদের প্রতিবাদ এরূপ যে আমরা মিছিল বার করবনা , কিন্তু তোমাদের সঙ্গে কলমের জেহাদ করবো। এবং চিত্র মুদ্রণের জন্য অনুতপ্ত। তাকে বলেন যে,অভিব্যক্তির স্বাধীনতা অবশ্যই বজায় থাকবে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যদের মনে আঘাত হানা হবে। যাই হোক এর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। একটা প্রবন্ধও সংবাদ মাধ্যমের কাছে পাঠানো হয় যা তারা প্রকাশ করে । ডেনিশ জনসাধারণের পক্ষ থেকেও ভাল প্রতিক্রিয়া আসে, মিশনে ফোন যোগে ও পত্র যোগে এমন বার্তা পাঠিয়েছেন যে তারা প্রবন্ধটিকে খুব পছন্দ করেছে। তার পর একটি মিটিং এ সাংবাদিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাতে অংশগ্রহন করার ব্যাপারে আমন্ত্রন আসে। সেখানে গিয়ে তিনি বিষয়টি পরিস্কার করেন যে, তোমাদের সংবিধান বিবেকের স্বাধীনতার অনুমিত দেয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের ধর্মীয়গুরু এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাদের অবমাননা করবে। আর এখানে যে সকল মুসলমান ও খ্রীস্টান এই সমাজে একত্রে বসবাস করছে তাদের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা অন্যথা শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা।

তার পর তাদেরকে বলা হল যে আঁ হযরত(সাঃ) এর শিক্ষা কিরূপ সুন্দর আর কেমন আদর্শ ,কিরূপ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং মানুষের প্রতি কিরূপ সমবেদনা রাখতেন , খোদার সৃষ্টির প্রতি এমন সমবেদনা রাখতেন, আর সমবেদনা ও করুণার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। কতিপয় ঘটনা তাদের সামনে তুলে ধরে বললেন যে, বল ;যিনি এমন শিক্ষা প্রদানকারী এবং এমন কর্ম সম্পাদনকারী , তাঁর সম্পর্কে এমন সব চিত্র প্রকাশ করা কি উচিৎ কাজ? এই কথাগুলি যখন তারা আমাদের মিশনারীর কাছ থেকে শুনলো তারা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং এর অনেক প্রশংসা করলেন। আর একজন কার্টুনিস্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে যদি এধরণের মিটিং পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়ে যেত তবে তারা কক্ষনো কার্টুন বানাতেন না।এখন তারা জানতে পেরেছে যে ইসলামী শিক্ষা কি। আর সকলে একথা স্বীকার করে যে, তথাপি সংলাপের প্রক্রিয়া বজায় থাকা উচিৎ।

তার পর সংগঠনের সভাপতির পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। যার বিষয়বস্তুও সকলের সামনে শোনানো হয়। টিভিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যেটা খুব সুন্দর ছিল।তার পর মন্ত্রীর সাথেও মিটিং করেন। অতএব জামাত অবশ্যই চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশেও এমনটাই হয়েছে। যেখানে ভিত্তি ছিল সেখানে জামাত খুব ভাল কাজ করেছে । আর কার্টুন তৈরীর কারণ যেটা ছিল সেটা হল এই যে ডেনমার্ক এর একজন ডেনিশ লেখক একটি বই লিখেছেন যার অনুবাদ হল 'আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনী এবং কুরান।' যেটা বাজারে চলে এসেছে। পুস্তক কর্তৃপক্ষ আঁ হযরত (সাঃ) এর কিছু ছবি তৈরী করে পাঠাতে বলেছিল , তাই কিছু লোক বানিয়েছিল। এগুলি ঐসব ছবি ছিল, কিন্তু নিজেদের নাম প্রকাশ করা হয়নি কারণ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া আসবে। অতএব পুস্তকের কারণেই এটা হচ্ছে আর সংবাদ পত্রেও ব্যঙ্গচিত্রই এর কারণ ছিল। তাই এই ব্যাপারে তাদের সদা চেষ্টারত থাকা উচিত। আর পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে এটা পড়ে যেখানে যেখানে আপত্তির বিষয় আছে সেগুলিকে উপস্থাপন করা উচিত এবং তার উত্তর দেওয়া উচিত। কিন্তু ডেনমার্কে এমন ধারণাও প্রচলিত আছে যে ,কিছু মুসলমানদের দ্বারা এমন আপত্তিকর কার্টুন তৈরী করিয়ে, তা প্রদর্শন করে মুসলিম জগতের উত্থানের প্রচেষ্টা হচ্ছে। যা আদৌ আমরা তৈরী করিনি। জানিনা এটা সত্য না মিথ্যা । তবে আমাদের দ্রুত মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাদের মধ্যে সাড়া অবশ্যই জেগেছে। এটা তো তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এরা তো এতদিনে টের পেল। অথচ ঘটনাটি তিন মাস পূর্বের।

তাই যেরূপ আমি বলেছি যে প্রত্যেক দেশে আঁ হযরত(সাঃ) এর জীবনীর বিভিন্ন আঙ্গিকগুলিকে উন্মোচন করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে ইসলামের ব্যপারে যে যুদ্ধ উন্মাদ হওয়ার একটি ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে, সেটাকে যুক্তি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আগেও আমি বলেছিলাম যে সংবাদ পত্রেও অধিকহারে লিখুন। সংবাদ মাধ্যম ও লেখকদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) এর জীবনীর উপর পুস্তকাদি পাঠানো যেতে পারে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 18 June , 2020 Issue No.25

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আহমদী যুবকদের সাংবাদিকতার কাজে যোগ দেওয়া উচিত।

একটি প্রস্তাব ভবিষ্যতের জন্য যে, জামাতের এটাও পরিকল্পনা করা উচিত যে যুবকরা অধিকহারে সাংবাদিকতায় যাওয়ার চেষ্টা করুক, যাদের এদিকে বেশি আগ্রহ যাতে সংবাদের মধ্যেও এসব ক্ষেত্রেও , এদের সাথেও আমরাও প্রবেশ করতে সক্ষম হই। কেননা এই ধরণের আচরণ সময় সময় দেখা দেয়। যদি সংবাদ মাধ্যমের সাথে ব্যপকহারে সম্পর্ক স্থাপন হয় তবে এই সকল জঘন্য জিনিসগুলিকে প্রতিহত করা সম্ভব। যদি এর পরেও কেউ হঠকারিতা প্রদর্শন করে তবে ঐসকল ব্যক্তি ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন ।

" নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তাঁহাররসুলকে কষ্ট দেয়ু আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন ইহকালেও এবংপরকালেও ; এবং তিনি তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(সুরা আহযাব , আয়াত: ৫৮)

এই আদেশ রহিত হয়ে যায়নি। আমাদের নবী (সাঃ) জীবিত রসুল। তাঁর শিক্ষা সর্বদা জীবনদায়ী শিক্ষা । তাঁর বিধান প্রত্যেক যুগের সমস্যা নিরসনকারী বিধান। তাঁর আনুগত্য করলে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভ হয়। তাই এই যে তাঁর মান্যকারীদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে যে কোন প্রকারে এর উপর আজও চরিতার্থ হয়। আল্লাহ তায়ালার সত্বা জীবন্ত সত্বা তিনি যে কিরূপ আচরণ এরা করছে।

অতএব জগতকে অবগত করা আমাদের কর্ত্তব্য । পৃথিবীবাসীদের আমাদের বলতে হবে যে, যে কষ্ট ও দুঃখ তোমরা আমাদের দিচ্ছ তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা আজও রাখেন। তাই আল্লাহ তায়ালার এই রসুলকে মনঃকষ্ট দেওয়া থেকে বিরত হও। কিন্তু এর জন্য একদিকে যেমন ইসলামের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে জগতকে অবগত করতে হবে অপরদিকে আমাদের নিজেদের আমলকেও সঠিক করতে হবে। কেননা আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক নমুনাই দুনিয়ার মুখ বন্ধ করবে। আর এটাই দুনিয়ার মুখ বন্ধ করতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়ে থাকে। যেরূপ আমি রিপোর্টে বলেছিলাম যে সেখানে এক মুসলমান আলেমের উপর দ্বিচারিতার এমন অভিযোগই আরোপ করা হয়েছে যে, আমাদেরকে এক কথা বলে আর সেখানে গিয়ে অন্য কিছু করে । আমি হয়তো রিপোর্ট পড়িনি। অতএব আমাদেরকে নিজেদের অভ্যন্তর ও বাহ্য উভয়কেই কথা ও কাজের অনুরুপ করে ব্যবহারিক নমুনা স্থাপন করতে হবে।

পতাকাদাহ করা বা ভাংচুর প্রদর্শনের মাধ্যমে আঁ হযরত(সাঃ) সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

তথাকথিত মুসলমান , আহমদী , অ-আহমদী নির্বিশেষে সকল মুসলমানদেরকে আমি বলছি , সে শিয়া হোক বা সুন্নী হোক বা অন্য কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক। আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্বার উপর যখন আক্রমণ হয় তখন সাময়িক উত্তেজনা না দেখিয়ে , পতাকায় অগ্নি সংযোগ না ঘটিয়ে , ভাঙচুর প্রদর্শন না করে , দুতাবাসগুলির উপর আক্রমণ না চালিয়ে নিজেদের আমলকে সঠিক করুন যাতে অন্যেরা অভিযোগ তোলার সুযোগ না পায়। এরা কি মনে করে যে আঁ হযরত (সাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদার কেবল মাত্র এতটুকুই মূল্য যে, অগ্নি সংযোগ ঘটানো হলে বা পতাকা দাহ করা হলে কিম্বা কোনো দূতাবাসের মালপত্র পুড়িয়ে দিলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ে যাবে। না , আমরা সেই নবীর মান্যকারী যিনি অগ্নি নির্বাপন করতে এসেছিলেন , তিনি প্রেমের দূত হয়ে এসেছিলেন। তিনি শান্তির দূত ছিলেন। অতএব কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে জগতবাসীকে বোঝাও এবং তাঁর অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে বল।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বুদ্ধি ও বিবেক দিক। কিন্তু আমি আহমদীদেরকে বলছি , তাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে আসবে কিনা জানিনা,আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধ বনিতা নোংরা কার্টুন প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিজেদেরকে এমন আগুনে নিক্ষেপ করুন যা কখোনো নির্বাপিত হয়না ,যা কোনো দেশের পতাকা বা সম্পদকে গ্রাস করেনা ,যা কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টায় নিভে যায় না। এখন লোকেরা প্রবল আবেগ ও উত্তেজনা সহকারে উঠে দাঁড়িয়েছে (পাকিস্তানের চিত্র ছিল) আগুন লাগাচ্ছে,যেন অনেক বড় যুদ্ধ করছে। পাঁচ মিনিটে আগুন নিভে যাবে, আমাদের আগুন তো এমন হওয়া উচিত যা সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকবে। সেই আগুন হল আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার আগুন, যা তাঁর প্রতিটি আদর্শকে গ্রহণ করা এবং তা দুনিয়াকে দেখানোর ব্যকুলতার মধ্যে নিহিত। যে আগুন আপনাদের অন্তর ও বুকের মধ্যে যদি একবার লেগে যায় তবে তা চিরকাল লেগেই রইল। এই আগুন এমন যা দোয়াতেও পরিণত হতে পারে এবং এর লেলিহান শিখাগুলি অহরহ আকাশের দিকে পৌঁছাতে থাকে।

নিজেদের বেদনা ও ব্যকুলতাকে দোওয়ায় পরিণত করুন এবং আঁ হযরত(সাঃ) এর উপর অজস্র দরুদ প্রেরণ করুন।

অতএব এই আগুনকে প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে জ্বলতে থাকতে হবে এবং নিজেদের দোয়ায় পরিণত করতে হবে। কিন্তু তার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) ই মাধ্যম হবেন। নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা আকর্ষণ করার জন্য ,পার্থিব মিথ্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য , এই ধরণের যে সব ফিৎনা সৃষ্টি হয় এসব থেকে নিজেদের সুরক্ষিত থাকার জন্য, আঁ হযরত(সাঃ) এর ভালবাসাকে অন্তরে দেদীপ্যমান রাখার জন্য নিজেদের ইহলোক ও পরলোককে সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর অসংখ্য দরুদ প্রেরণ করা উচিত। অত্যাধিক হারে দরুদ প্রেরণ করা উচিত । বর্তমানের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে নিজেদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসায় নিমগ্ন রাখতে হলে নিজেদের প্রজন্মকে আহমদীয়াত ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার স্বার্থে প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলীকে দৃঢ়তার সহিত পালন করতে হবে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ , নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিস্তিাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে) । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরুদ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

আঁ হযরত(সাঃ) একবার বলেন ,বরং এর কয়েকটি উদ্ধৃতি রয়েছে , যে, আমার উপর তো আল্লাহ ও তাঁর ফিরিস্তাগণের দরুদ পাঠানোই যথেষ্ট , তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে সেটা তোমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। (তফসির দুররে মনসুর)

অতএব আমাদের নিজেদের দোয়ার গ্রহণীয়তার জন্য এই দরুদের প্রয়োজন। এছাড়া এই আয়াত ও হাদিসের প্রথম অংশ এবিষয়ের নিশ্চয়তা দেয় যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদাকে অবনমনের ও উপহাস ও বিদ্রুপ করার যত খুশি প্রচেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেস্তারা যারা তাঁর শান্তির জন্য দরুদ প্রেরণ করছে , তাঁর শান্তির জন্য দোয়ার কারণে বিরুদ্ধবাদীরা কখোনো সফল হবেনা।আঁ হযরত সা(ঃ)এর আশিষমন্ডিত সত্তার উপর আক্রমন হেনে তারা কখোনো কিছু অর্জন করতে পারবে না।এবং ইনশাল্লাহ তায়ালা ইসলাম অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।এবং

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir